

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিজডিকশান)

রীট পিটিশন নং ৯৭৯২/২০০৭

ইন দি ম্যাটার অবঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২
অনুচ্ছেদ এর বিধান অনুযায়ী একটি দরখাস্ত।

ইন দি ম্যাটার অবঃ

মিসেস শাহীনা বাকি

----- দরখাস্তকারীগণ।

-বনাম-

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গং

----- প্রতিবাদীগণ।

জনাব ফারুক আলমগীর চৌধুরী, এ্যাডভোকেট

-----দরখাস্তকারী পক্ষে।

জনাব দেলোয়ার হোসেন সমদ্দার, এ্যাডভোকেট

-- ১ ও ২ নং প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানীঃ ২৫ আগষ্ট, ২০১০ খ্রিঃ।

রায় : ০২ নভেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ।

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ, এইচ, এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ এর বিধান মতে

একটি রীট পিটিশন পত্র।

দরখাস্তকারীর বরাবরে ২নং প্রতিবাদী কর্তৃক ইস্যুকৃত চিঠি, যাহার স্মারক

নং-রাজউক/নঅআ-২/বিবিধ/১৫/০৭/১৫৩৮-২ তারিখঃ ২২.০৮.২০০৭ মূলে

দরখাস্তকারীকে তাহার নির্মাণাধীন বাড়ী ৪০ দিনের মধ্যে বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী নিজ উদ্যোগে ভাংগিয়া অপসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য উক্ত স্মারকের বরাতে অনুরোধ করা হইলে তাহা চ্যালেঞ্জ করিয়া দরখাস্তকারী অত্র রীট পিটিশন দাখিল করিলে অত্র আদালতের একটি বিজ্ঞ দ্বৈত বেঞ্চ বিগত ২৬.১১.২০০৭ ইং তারিখে নিম্নোক্ত মর্মে রুল নিশি জারী করেন।

"Let a Rule Nisi issue calling upon the respondents to show cause as to why the impugned order contained in Memo No. রাজউক/নঅআ-২/বিবিধ/১৫/০৭/১৫৩৮-২ dated 22.08.2007 (Annexure-'c') issued by respondent No.2 should not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

Pending hearing of the Rule, let the operation of the impugned memo dated 22.08.2007(Annexure-'c') issued by respondent No-2 be stayed for a period of 3 (three) months subject to the condition that the petitioner shall not work further construction.

The Rule is made returnable within 4 (four) weeks from date.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notices upon the respondents in usual course and through registered post."

অত্র রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে দরখাস্তকারীর রীট পিটিশনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

এই যে, দরখাস্তকারী বিগত ১৭.০৭.১৯৯৭ ইং তারিখে ১১০৯৯ নং রেজিস্ট্রীকৃত

দলিলমূলে জনৈকা মিসেস সুফিয়া খাতুনের নিকট হইতে ঢাকা জেলার বাউনিয়া মৌজায় সি,এস খতিয়ান নং-৭২৯ এস,এ, খতিয়ান নং-১৩৯৫ এবং ১৩৯৫/৩৭, আর,এস খতিয়ান নং-২০৪০, এস খতিয়ান নং-৬২/৩৮ সি,এস এবং এস,এ, প্লট নং-১৪৩২ এবং আর এস, প্লট নং- ৫৪৫৫ এবং মিউটেশন জোত নং-৬২/৩৮ যাহা রাস্তা নং-৮, ব্লক নং-বি, দিলী পাড়া মসজিদ এর পার্শ্বে, থানা-উত্তরা, ঢাকায় ৫ (পাঁচ) কাঠা জমি খরিদ করেন। অতঃপর উক্ত জমি দরখাস্তকারী তাহার নামে নাম জারী করেন এবং তথায় আবাসিক ভবন নির্মাণ করিবার জন্য ১নং প্রতিবাদী বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করিলে ১নং ও ২নং প্রতিবাদী যথাযথ তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষে তথায় ৫ তলা আবাসিক দালান নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করেন। যাহার স্মারক নং-রাজউক/নথহ/১৪১০/২০০১/২৩৬২২ তারিখঃ ১৭.০২.২০০২ খ্রিঃ।

অতঃপর দরখাস্তকারী তথায় গৃহ নির্মাণ করার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, উত্তরা শাখা, ঢাকা হইতে ২৪ লক্ষ টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণ করেন। যাহার মঞ্জুর পত্র নং-আইবিবিএল/উত্তরা/আইএনভি/৩২৭৭ তারিখঃ ০২.১১.২০০৩। দরখাস্তকারী উক্ত ঋণের বিপরীতে তাহার উল্লেখিত জমির মূল দলিল পত্র, মূল অনুমোদিত প্লান ব্যাংক বরাবরে বন্ধক প্রদান করেন। অতঃপর দরখাস্তকারী উক্ত ব্যাংক হইতে উক্ত লোনের টাকা এবং নিজের সঞ্চিতে টাকায় তথায় ১ ও ২ নং প্রতিবাদীর অনুমোদিত প্লান অনুযায়ী ৪ তলা পর্যন্ত আবাসিক ভবন নির্মাণ করিয়া নিজে ও ভাড়াটিয়া বসাইয়া বসবাস করতঃ ভোগ দখলে নিয়োজিত আছেন এবং নিয়মিত ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করিতেছেন।

অতঃপর হঠাৎ করিয়া বিগত ২৮.০৮.২০০৭ ইং তারিখে ২নং প্রতিবাদী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে দরখাস্তকারীর উক্ত ভবন ৪০ দিনের মধ্যে নিজ উদ্যোগে ভাংগিয়া অপসারণ করার জন্য 'এ্যানেক্সার-সি' মূলে এক চিঠি ইস্যু করেন এবং যাহা তর্কিত আদেশ। উক্ত চিঠির মূল প্রতিপাদ্য হইতেছে যে, "বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অথবা বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত উচ্চতা ০'-০" ফুট কিন্তু ভবনটি ৪০'-০" ফুট উচ্চতায় নির্মিত হইয়াছে, সেহেতু সিএএবি (তথা সিভিল এভিয়েশন অথরিটি) এর চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত ৪০ ফুট অপসারণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল।"

দরখাস্তকারী তাহার জীবনের সর্বস্ব এবং সম্বিগত অর্থ ও ব্যাংক ঋণের টাকায় অত্র ভবন রাজউক তথা ১ ও ২নং প্রতিবাদীর অনুমোদিত নক্সা অনযায়ী নির্মাণ করিয়াছেন কিন্তু তাহা তর্কিত আদেশের ফলে অপসারণের আদেশ হওয়ায় তিনি চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতেছেন এবং তাহার পরিবারসহ পথে বসার উপক্রম হইয়াছে। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারী অন্য কোন উপায় অন্ত না দেখিয়া তাহার বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে বিগত ০৩.১০.২০০৭ ইং তারিখে তর্কিত অপসারণ নোটিশ প্রত্যাহারসহ বাতিল করার জন্য প্রতিবাদীদের বরাবরে ডিমান্ড অব জাস্টিজ নোটিশ প্রেরণ করেন।

তৎপরও দরখাস্তকারী প্রতিবাদীদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিকার না পাইয়া এবং প্রচলিত আইনে অন্য কোন সমপ্রদফল পাওয়ার বিধান না থাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী অত্র রীট পিটিশন দাখিল করিয়াছেন।

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে, তিনি যথাযথ অনুমোদনের ভিত্তিতে কথিত ভবন বিগত ৬ বৎসর পূর্বে নির্মাণ করিয়াছেন এবং উক্ত ভবন নির্মাণে কোন অনিয়ম কিংবা প্রতিবাদী পক্ষের কোন বিধি বিধান তিনি ভঙ্গ করেন নাই। দরখাস্তকারীর পক্ষে আরো নিবেদন করেন যে, যদি কথিত ভবন বা সম্পত্তি জনস্বার্থে প্রয়োজন হয় তাহা হইলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান পূর্বক তাহা করার এখতিয়ার সরকারের আছে। কিন্তু উক্ত বিধি বিধান প্রতিপালন না করিয়া কোন অবস্থায় প্রতিবাদী পক্ষ দরখাস্তকারীর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না যাহা আইনের অপপ্রয়োগ, অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং স্বেচ্ছাচারী বিধায় তর্কিত অপসারণের নোটিশ আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এবং যাহার কোন কার্যকারিতা নাই মর্মে ঘোষিত হইবে।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ফারুক আলমগীর চৌধুরী মাননীয় আদালতে হাজির হইয়া শুনানীকালে রুলটি সমর্থন করিয়া নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারী যথাযথভাবে রেজিস্ট্রী কবলা দলিলমূলে কথিত সম্পত্তি খরিদ পূর্বক তথায় ১ ও ২নং প্রতিবাদীর অফিসে অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী ব্যাংকের ঋণ নিয়া তথায় ৪ তলা ভবন নির্মাণ করিয়াছেন এবং সেখানে তিনি পরিবার পরিজন নিয়া ভাড়াটিয়াসহ বসবাসক্রমে ভোগ দখল করিতেছেন। ইহা ছাড়াও সহকারী ভূমি অফিসে দরখাস্তকারী নামজারীসহ সরকারের নির্ধারিত খাজনা পরিশোধ পূর্বক তথায় দরখাস্তকারীর কায়েমী স্বার্থ অর্জিত হইয়াছে। আইনের বিধি বিধান ব্যতীত বিনা ক্ষতিপূরণে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। কিন্তু তর্কিত আদেশ প্রদানের পূর্বে রীট

দরখাস্তকারীকে কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় নাই। কিংবা আর্জি সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। যাহা আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী আরো নিবেদন করেন যে, তর্কিত আদেশটি সম্পূর্ণরূপে একটি অনির্দিষ্ট এবং অস্পষ্ট আদেশ যেখানে সিভিল এভিয়েশনের বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত উচ্চতা কত ফুট তার কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু ভবনটি ৪০ ফুট উচ্চতায় নির্মিত হইয়াছে এবং এই অতিরিক্ত ৪০ ফুট অপসারণের জন্য দরখাস্তকারীকে অনুরোধ করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, তর্কিত আদেশ শুধুমাত্র আইন বহির্ভূত নহে বরং তাহা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনও বটে। কেননা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১ ও ৪২ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের বৈধভাবে সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর ও ভোগদখলের যে অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হইয়াছে তাহার বরখেলাপ বিধায় তর্কিত অপসারণের আদেশ 'এ্যানেক্সার-সি' আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এবং যাহার কোন কার্যকারিতা নাই মর্মে ঘোষিত হইবে।

অপরদিকে ২নং প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দেলোয়ার হোসেন সমদ্দার এফিডেভিট-ইন-অপজিশন দাখিল পূর্বক দরখাস্তকারীর মূল বক্তব্য অস্বীকার করিয়া বর্ণনা করেন যে, ৩ নং প্রতিবাদী পক্ষের চাহিদা অনুযায়ী এবং তাহাদের অনুরোধক্রমে দরখাস্তকারীর বরাবরে তর্কিত অপসারণের নোটিশ ইস্যু করা হইয়াছে। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিমান উড্ডয়নের বাধা অপসারণের জন্য বিমান বন্দর আরো ৩০০০ ফুট প্রশস্ত হওয়ার প্রয়োজন সেখানে তর্কিত ভূমি ও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ২০০০ ফুটের মধ্যে রহিয়াছে বিধায়

কথিত ভবন অপসারণ করা প্রয়োজন, অন্যথায় যে কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটান সম্ভাবনা রহিয়াছে। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, তর্কিত আদেশ যথার্থ এবং আইনানুগই প্রেরণ করা হইয়াছে, কেননা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিমান উড্ডীয়নের জন্য এই সকল উচ্চ ভবন অপসারণের জন্য বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই জনস্বার্থে নোটিশ ইস্যু করা হইয়াছে বিধায় বৃহত্তর স্বার্থে তর্কিত ভবনটি বাঞ্ছিত উচ্চতা পর্যন্ত অপসারণ করা আবশ্যিক এবং যেহেতু ইহা জনস্বার্থে ইস্যু করা হইয়াছে সেহেতু বর্তমান কলবরে (ফোরাম) অত্র রীট পিটিশনটি রক্ষণীয় নহে বিধায় রুলটি খারিজ হইবে।

দরখাস্তকারীর অত্র রীট পিটিশন যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা সর্বপ্রথমে দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত তর্কিত আদেশ 'এ্যানেক্সার-সি' যাহা ২নং প্রতিবাদী কর্তৃক ইস্যুকৃত তাহা পর্যালোচনা করিব। 'এ্যানেক্সার-সি' এর যথার্থতা উপলব্ধি করার জন্য আমরা পুরো এ্যানেক্সারটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
অথরাইজড অফিসার-২ এর কার্যালয়
জোনাল অফিস, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং-রাজউক/নঅঅ-২/বিবিধ-১৫/০৭/১৫৩৮-২ তারিখঃ ২২/০৮/০৭ ইং

প্রেরকঃ অথরাইজড অফিসার-২
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

প্রাপকঃ মিসেস শাহানা বাকী
সি,এস দাগ নং-১৪৩২ অংশ মৌজা- বাউনিয়া
রোড নং-৬, ব্লক নং-সি, দলি পাড়া (মসজিদ সংলগ্ন)
উত্তরা, ঢাকা।

বিষয়ঃ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর/তেজগাঁও বিমান বন্দরে বিমান উড্ডয়ন/অবতরণ এলাকায় সিএএবি বিধি বহির্ভূতভাবে নির্মিত ভবন সমূহের বিমান চলাচলের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রাপ্ত উচ্চতা নামাইয়া আনা প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১। অত্রাসিফ স্মারক নং-রাজউক/নঅঅ-২
২। অত্রাসিফ স্মারক নং-রাজউক/নঅঅ-২

তারিখঃ
তারিখঃ

বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জিয়া/তেজগাঁও বিমান বন্দরের চতুর্দিকে অতিরিক্ত উচ্চতা সম্পন্ন যে সমস্ত ভবন নির্মিত হইয়াছে সে সমস্ত ভবন সমূহের উচ্চতা বাধিত পর্যায়ে নামাইয়া আনার অনুরোধ করিয়াছেন।

আপনার/আপনাদের মালিকানাধীন সি,এস দাগ নং-১৪৩২ অংশ, রোড নং-৬, ব্লক নং-বি ঢাকাতে নির্মিত ভবনটির সিএএবি বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য উচ্চতা ০'-০" ফুট। কিন্তু ভবনটি ৪০'-০" ফুট উচ্চতায় নির্মিত হইয়াছে। সিএএবি এর চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত ৪০'-০" ফুট অপসারণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল।

আগামী ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে আপনার নিজ উদ্যোগে ভাংগিয়া অপসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হইল। অন্যথায় রাজউক আইনানুগভাবে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অথরাইজড অফিসার-২
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং-রাজউক/

তারিখঃ

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে

- ১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, সদর দপ্তর কুর্মিটোলা, ঢাকা
- ২। সদস্য (পরিকল্পনা) ও চেয়ারম্যান বিসি কমিটি-২, রাজউক, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ), রাজউক, ঢাকা।
- ৪। সহ-সচিব (সমন্বয়), রাজউক, ঢাকা।

(চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

অথরাইজড অফিসার-২
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

'এ্যানেক্সার-সি' তথা তর্কিত আদেশ বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর বরাবরে ২নং প্রতিবাদী কর্তৃক ইস্যুকৃত ভবন অপসারণের নোটিশ যাহার বিষয়বস্তু হচ্ছে; "জিয়া বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান

বন্দর/তেজগাঁও বিমান বন্দরে বিমান উড্ডয়ন/অবতরণ এলাকার সিএএবি বর্হিভূতভাবে ভবন সমূহের বিমান চলাচলের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রাপ্ত উচ্চতা নামাইয়া আনা প্রসঙ্গে। যাহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমান বন্দরের চতুর্দিকে অতিরিক্ত উচ্চতা সম্পন্ন যে সমস্ত ভবন নির্মিত হইয়াছে সেই সমস্ত ভবন সমূহের উচ্চতা বাঞ্ছিত পর্যায়ে নামাইয়া আনার অনুরোধ করিয়াছেন। আপনার/আপনাদের মালিকানাধীন সিএস দাগ নং-১৪৩২ (অংশ), রোড নং-৬ ব্লক-বি ঢাকায় নির্মিত ভবনটি সিএএবি বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত উচ্চতা ০'-০" ফুট। কিন্তু ভবনটি ৪০'-০" ফুট উচ্চতায় নির্মিত হইয়াছে। সিএএবি এর চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত ৪০'-০" ফুট অপসারণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল। আগামী ৪০ দিনের মধ্যে আপনাকে নিজ উদ্যোগে ভাংগিয়া অপসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হইল। অন্যথায় রাজউক আইনানুগভাবে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। তর্কিত আদেশটি সত্যিই তর্কিত বলিয়া প্রতীয়মান যাহা প্রতিবাদী পক্ষের তর্কিত কাজের তর্কিত বহিঃপ্রকাশ। কেননা তর্কিত নোটিশে উল্লেখ আছে "সিএএবি এর বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য উচ্চতা ০'-০" ফুট। কিন্তু ভবনটি ৪০'-০" ফুট উচ্চতায় নির্মিত হইয়াছে।" যাহার অর্থ হইতেছে তর্কিত ভবনটি বর্ণিত স্থানে নির্মাণের সুযোগ ছিল না। কিন্তু যখন ১ ও ২নং প্রতিবাদী যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের পর 'এ্যানেক্সার-এ' মূলে দরখাস্তকারীকে কথিত স্থানে ৫ তলা ভবন নির্মাণে অনুমতি প্রদান করেন এবং 'এ্যানেক্সার-এ' অনুযায়ী দরখাস্তকারী তথায় ভবন নির্মাণ করেন তখন কিভাবে একই প্রতিবাদী ৩নং প্রতিবাদীর চাহিদা অনুযায়ী আইন

সঙ্গতভাবে নির্মিত ভবনটি অপসারণের নির্দেশ প্রদান করেন তাহা সত্যিই হাস্যকর এবং সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারে চরম লঙ্ঘন বলিয়া প্রতীয়মান।

অত্র তর্কিত আদেশ বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত ৪০ ফুট অপসারণের জন্য দরখাস্তকারীকে অনুরোধ করা হইয়াছে। যেখানে দরখাস্তকারী নালিশী ভবনের ভূমিতে বিগত ১৭.০২.২০০২ ইং তারিখে ৫ তলা ইমারত নির্মাণের জন্য যথাযথ অনুমোদন পাইয়াছেন যাহার স্মারক নং-রাজউক/নথহ/তমি-১৪১০/২০০১/২৩৬২২ ('এ্যানেক্সার-এ') এবং তথায় দরখাস্তকারী ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে ৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মান করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছেন সেখানে দরখাস্তকারীকে কোন কারণ দর্শানো ছাড়া চূড়ান্তভাবে ৪০ দিনের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার নির্মিত ভবন অপসারণের নোটিশ কিভাবে প্রদান করিতে পারেন তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। যেহেতু দরখাস্তকারী ১ ও ২নং প্রতিবাদী দপ্তর হইতে যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে ৫ তলা ভবন নির্মাণের অনুমোদন পাইয়া তথায় ৪ তলা ইমারত নির্মাণ করিয়াছেন এবং যেহেতু প্রতিবাদী পক্ষগণ ভবন নির্মাণের সময় কিংবা নির্মাণের পূর্বে বিধি বহির্ভূত নির্মাণ হইতেছে বা হইয়াছে মর্মে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নাই, সেহেতু দরখাস্তকারীর উক্ত সম্পত্তির উপর একচ্ত্র আধিপত্য অর্জিত হইয়াছে, যাহা আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতীত তথায় হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার কাহারো নাই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার সম্পত্তি অর্জন, সংরক্ষণ এবং ইহা হস্তান্তর করা এবং যাহা সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের আওতায় নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে, যাহা

তকব িম×ব্শ-ঐঐঐঐঐ b'vq ঐঐঐঐ i ঐঐঐ ঐঐঐ ঐঐঐঐ
 ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ nq| GB ঐঐঐঐঐঐঐঐ ঐঐঐ ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ
 ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ A_ঐ ঐঐঐঐঐঐ ঐঐঐ ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ
 j•Nb Kivi ঐঐঐঐ nemo judex in cause sua অথবা nemo judex
 in propria cause A_ev (A_ঐ ঐঐঐঐ e'w'ঐ ঐঐঐঐ g'v'g'j vi ঐঐঐঐ K nB'Z
 c'v'i b bv)| ঐঐঐঐ nB'Z Drc'ঐ| Bnvi A_ঐ nB'Z'Z'Q ঐঐঐ ঐঐঐঐ-h'ZB b'vq
 nDK bv ঐঐঐ Zv A'ঐ× nB'ঐ h'w' ঐঐঐ Zv nvi q'v'Qb H ঐঐঐঐঐ dj v'd'j
 Zv nvi ঐঐঐ A'ঐ_ঐ ev Ab' ঐঐঐ ঐঐ_ঐ ঐঐ A_ev Á'Z ঐঐঐ c'ঐঐঐ _ঐঐ
 hv'hi ঐ'iv তাহা ঐঐঐঐ Zv ঐ'b'e' nq| ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ audi alterem
 partem (A_ঐ A'ci ঐঐঐ e'ঐ e' ঐঐঐ) ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ h'Z'ঐ ch'ঐ-bv
 ঐঐঐ ঐঐঐঐ ঐ'iv mi v'ঐঐ c'ঐঐ e'w'ঐ ঐঐ Zv nvi e'ঐ e' ঐঐ evi Ges A'ci
 ঐঐঐ e'ঐ e' R'ঐbevi Ges Zv nvi L'Úb K'ঐ evi b'v'ঐ m'ঐh'vM t' l'q'v bv nq
 ZZ'ঐ ch'ঐ-ঐmB ঐঐঐঐ-ঐ er'ঐh'vM' nB'ঐ bv|

প্রতিবাদী পক্ষের ইস্যুকৃত তর্কিত আদেশ বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়
 যে, দরখাস্তকারীকে কোন প্রকার নোটিশ প্রদান না করিয়া কিংবা তাহার কোন বক্তব্য
 শ্রবণ করিবার বা বক্তব্য প্রদানের সুযোগ না দিয়া একই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত
 নক্সা অনুযায়ী আইন সঙ্গতভাবে বৈধ মালিকানায় অর্জিত সম্পত্তিতে নির্মিত ভবন
 অপসারণের জন্য একই কর্তৃপক্ষ ২নং প্রতিবাদী ও ৩ নং প্রতিবাদী পক্ষের চাহিদা
 অনুযায়ী ২নং প্রতিবাদী তর্কিত আদেশ ইস্যু করিয়াছেন যাহা স্বাভাবিক ন্যায়
 বিচারের নিয়মের বিরোধী বিধায় আইনসিদ্ধ নহে। একজন লোক সারা জীবনের

সঞ্চয়, ব্যাংকের লোন ও ঘাম বরান পরিশ্রমে, অধিকন্তু যথাযথ কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে তথায় ইমারত নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছেন সেখানে এ ধরনের একটা তর্কিত আদেশ যাহার ভাষ্য হচ্ছে বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত ৪০ ফুট অপসারণের জন্য অনুরোধ করা এবং ৪০ দিনের মধ্যে নিজ উদ্যোগে ভাংগিয়া অপসারণ না করিলে রাজউক তথা ১ ও ২নং প্রতিবাদী আইনানুগভাবে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এই ধরনে ভাষায় লিখিত তর্কিত আদেশ সত্যিই মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের "আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রীয়ত্ব বা দখল করা যাইবে না।" ২ ts প্রতিবাদী পক্ষ সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করিয়া কোন বিবেচনায় দরখাস্তকারী তাহাদের কর্তৃক যথাযথ তাহা অনুমোদিত ও নির্মিত সেই ভবন ৪০ দিনের মধ্যে অপসারণের নোটিশ ইস্যু করিতে পারিলেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। একান্ত যদি ৩নং প্রতিবাদী পক্ষের প্রকৃত নালিশী ভূমির/ভবন/সম্পত্তির প্রয়োজন হয় তাহা হইলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষ তাহা করার এখতিয়ার আছে। সেই সকল আইন সঙ্গত বিধি বিধান প্রতিপালন ব্যতিরেকে সংবিধানের ৪২ নং অনুচ্ছেদের বহির্ভূত কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবার এখতিয়ার কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই।

সার্বিক বিবেচনায় ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে ২নং প্রতিবাদী কর্তৃক ইস্যুকৃত 'এ্যানেক্সার-সি' আদেশটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের ভোগ করার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে, তাহাতে যথাযথ বিধি বিধান ছাড়া হস্তক্ষেপ আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে প্রদান করা হইয়াছে, যাহার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই বিধায় রুলটি চূড়ান্ত হওয়ার যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত উপাদান-উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহা ন্যায় বিচারের পরিপূরক বলিয়া আমরা মনে করি, সেহেতু রুলটি চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) হওয়া উচিত।

অতএব,

ফলাফল,

রুলটি বিনা খরচায় চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) করা হইল

এবং ২নং প্রতিবাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্মারক নং-রাজউক/নঅঅ-২/বিবিধ-১৫/০৭/১৫৩৮-২ তারিখ ২২/০৮/২০০৭ 'এ্যানেক্সার-সি' এতদ্বারা বে-আইনী, আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে প্রদত্ত এবং ইহার কোন কার্যকারিতা নাই বলিয়া ঘোষিত হইল। এই মর্মে আরো ঘোষণা দেওয়া হইল প্রতিবাদীগণ কোন অবস্থায় দরখাস্তকারীর কথিত ভবনটি বিধিবদ্ধ আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতীত যথাযথ আইনের পদ্ধতি অনুসরণসহ ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে কোনরূপ হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবেন।

বিচারপতি এ,এইচ, এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী

আমি একমত।